০৬-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যাসে থেকে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হও, তোমরা বিকর্মাজিত্ হয়ে যাবে এবং তোমাদের পুরানো হিসেবনিকেশ সম্পন্ন হবে"

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের সবকিছুর ত্যাগ সহজেই হয়ে যায় ?

উত্তরঃ - যে বাচ্চাদের অন্তর থেকে বৈরাগ্য আসে, তারাই সবকিছু সহজেই পরিত্যাগ করতে পারে । বাচ্চারা তোমাদের - এটা পরব, এটা খাবো, এটা করবো ইত্যাদি ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত্ নয়। দেহসহ সমগ্র দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে । বাবা এসেছেন, তোমাদের হাতের মুঠোয় স্বর্গ তুলে দিতে, সুতরাং, দুনিয়া থেকে তোমাদের বুদ্ধির যোগ সরে যাওয়া উচিত্ ।

গীতঃ- মা, ওগো মা, তুমি যে বিশ্ব - ভাগ্যনিয়ন্তা !

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের মায়ের মহিমা শুনেছ । অগণিত বাচ্চা ! এটা জানা যায় যে, বাবা যদি থাকে, তাহলে মা অবশ্যই থাকবে । রচনার জন্য মাকে অবশ্যই হতে হয় । ভারতে মায়েদের অনেক মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে । জগদম্বার পূজা উপলক্ষে অনেক বড় মেলা বসে । কোনও না কোনপ্রকারে তারা মায়ের পূজা করে । তারা নিশ্চয়ই বাবারও পূজা করে । উঁনি জগদম্বা তো ইঁনি জগৎপিতা । জগদম্বা সাকারে তো জগৎপিতাও সাকারে । তোমরা তাঁদের রচয়িতা বলতে পারো, কিন্তু তারা যখন সাকারে থাকেন । নিরাকারকেই গড ফাদার বলা হয়ে থাকে । মাদার এবং ফাদারের রহস্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । বড় মা যেমন আছেন, তেমন ছোট মাও আছেন । ছোট মায়েরই মহিমা হয় যদিও তিনি অ্যাডপ্টেড ! ইঁনি মাও অ্যাডপ্টেড, তাইতো তিনি (ব্রহ্মাবাবা) বড় মা হয়েছেন । যাই হোক, সকল মহিমা ছোট মায়ের । তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বিকর্মের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে, কারণ যদিও আমরা বিকর্ম জয় করেছিলাম, রাবণ আমাদের আবার সেইরকম পাপাচারী বানিয়ে দিয়েছে । যেমন বিকর্মের সন তারিখ আছে তেমন বিকর্ম জয় করারও সন তারিখ বা অব্দ আছে । কল্পের প্রথমার্ধ বিকর্মাজিতের অব্দ, এবং পরে, কল্পের শেষার্ধে শুরু হয় বিকর্মের অব্দ । বাচ্চারা, এখন তোমরা বিকর্মের ওপরে বিজয় লাভ করে বিকর্মাজিত হয়েছ । তোমাদের যা পাপ ইত্যাদি আছে তা' যোগবলের দ্বারা নিঃশেষিত করে চিত্তের শুদ্ধিকরণ করো । স্মরণেই অন্তরের বিশুদ্ধতাসাধন হয়, যেমন বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা স্মরণ করো তবে অন্তঃকরণ নিষ্কলুষিত হবে অর্থাত্ জং সরে যাবে । মাথার ওপর বহু জন্মের অনেক পাপের বোঝা ! এটা তোমাদের বোঝানো হয়েছে, যে নম্বরওয়ান পুণ্য আত্মা হয় সে-ই আবার নম্বরওয়ান পাপ আত্মায় পরিণত হয় । সেই আত্মাকে অনেক মেহনত করতে হয় । নিশ্চিতভাবে তাঁকে অনেক মেহনত করতে হবে কারণ তিনি তোমাদের শিক্ষক হয়ে তোমাদের শেখাবেন । যদি কারও কোনো অসুস্থতা থাকে তাহলে বলা হয়, সেটা তার নিজের কর্মফল । তোমরা বহু জন্ম বিকর্ম করেছ, এই কারণে তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে । সুতরাং এতে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই । অসুস্থতার মধ্যে দিয়েই তোমাদের খুশিতে পাশ করতে হবে, কারণ এটা তোমাদের কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ । একমাত্র বাবার স্মরণেই তোমাদের প্রকৃত শুদ্ধিকরণ হতে পারে । মৃত্যু অবধি তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে । তোমাদের স্মরণের অভ্যাসে থাকতে হবে, তোমাদের সর্দি-কাশি ইত্যাদি লেগে থাকে কারণ তোমাদের বিকর্মের হিসেবনিকেশ এখনও বাকি আছে । খুশি তখনই

হবে যখন এখানেই সব হিসেব মিটে যাবে, বাকি থেকে গেলে তোমরা পাস উইথ অনার হবেনা । সাজা পাওয়ার পরে যদি মানও পাও, তবুও সেটা অসম্মান । অনেকরকম দুঃখ ভোগ করতে হয় । এখানে নানা দুঃখের অন্ত নেই আর ওখানে সবরকম সুখের অন্ত নেই, যার নামই হলো স্বর্গ । ক্রিশ্চিয়ান লোকেরা হেভেন এবং হেভেনলি গড ফাদারের কথা বলে, তোমরা এইসব কথা সবই জানো । নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীরা সহজেই বলে দেয়, এই সমস্ত সুখ কাকবিষ্ঠাসম । এই দুনিয়ায় সেটাই সত্যি ! কেউ যতই সুখে থাকুক না কেন সেইসবই সাময়িক সুখ । স্থায়ী সুখের লেশমাত্র নেই ! বসে-বসেই মানুষের চরম দুর্দশা ঘনিয়ে আসে, এমনকি হার্টফেলও হয়ে যায় । আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়, তারপর পুরানো শরীর নিজে থেকেই মাটি হয়ে যায় । জানোয়ারের শরীর তবুও কাজে আসে ; মানুষের শরীর কোনভাবে কাজে আসেনা । তমঃপ্রধান, পতিত শরীর কোনও কাজের নয়, একেবারে কড়িসম । দেবতাদের শরীর হীরেসম । দেখ, সেইজন্য তাঁদের কত পূজা হয় । তোমরা এখন এই বোধশক্তি লাভ করেছ । ইঁনি বেহদের বাবা, যিনি মোস্ট বিলাভেড, যাঁকে তোমরা অর্ধকল্প স্মরণ করেছ । একমাত্র যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হয় । প্রকৃত ব্রাহ্মণকে পিওর হতে হবে । গীতা পাঠকারী ব্রাহ্মণকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ; ভুল গীতা পাঠকারী পবিত্র থাকেনা । গীতায় এটা লেখা হয়েছে যে, কাম মহাশত্রু । কিন্তু যারা গীতা পাঠ করে শোনায় তারা নিজেরা পবিত্র হয়না ! গীতা সর্বশাস্ত্র শিরোমণি, যে শাস্ত্রের দ্বারা বাবা কড়ি থেকে হীরেতুল্য করে গড়েন । একমাত্র তোমরা এই কথা বুঝতে পারবে, যারা গীতা পড়ে তারা এসব বুঝতে পারেনা । তারা তোতার মতো শুধু আউড়ে যায় । সকল মহিমা কেবল একের ; আর কারও মহিমা নেই, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও নয় । তুমি তাঁদের সামনে যতই মাথা ঠোক বা তাঁদের কাছে নিবেদিত হও উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবেনা । কাশীতে মানুষ নিজেকে উত্সর্গ করে । গভার্নমেন্ট এখন বন্ধ করে দিয়েছে, বহু লোকে কাশীতে আত্মহত্যা করেছে ত্যাগের নামে ; তারা গিয়ে কুয়ায় ঝাঁপ দিতো । কেউ দেবীর কাছে নিজের জীবন উত্সর্গ করতো, কেউ আবার শিবের । দেবতাদের উদ্দেশে নিজেদের জীবন উত্সর্গ করায় কোনও লাভ হয়না । তারা দেবী কালীর উদ্দেশে নিজেদের জীবন ত্যাগ করে, কালীকে তারা ভীষণভাবে কালো করে দিয়েছে । পূর্বে যারা গোল্ডেন এজের ছিলো তারা সবাই এখন আয়রণ এজের হয়ে গেছে । অম্বা এককেই বলা যাবে ; তোমরা বাবাকে অম্বা ডাকতে পারোনা । এসব কেউ জানেনা । জগদম্বা সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা । ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রজাপিতা হবেন, তিনি সূক্ষ্মবতনে হবেননা । তারাও বোঝে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা । তারা কাউকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে দেখায় না । বাবা বলেন, ব্রহ্মার মাধ্যমে আমি সরস্বতীকে অ্যাডপ্ট করেছি । এমনকি কন্যাও জানে, বাবা তাঁকে অ্যাডপ্ট করেছেন । ব্রহ্মাকেও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে । এই গভীর কথা কারও বুদ্ধিতে নেই । বাবা এখানে সামনে বসে তোমাদের তাঁর নিজের গহীন রহস্য বোঝান, সুতরাং তাদেরও নিশ্চয়ই সামনে দেবেন । তিনি প্রেরণা দ্বারা দেবেন না ! ভগবান বলেন, হে বাচ্চারা..., সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি সাকারে এসে এই কথা বলেন । নিরাকার বাবা এনার মধ্যে বসে পড়ান, ব্রহ্মা পড়ান না । ব্রহ্মাকে জ্ঞান সাগর বলা হয়না । একমাত্র বাবাকে বলা হয় । তোমরা আত্মারা জানো যে লৌকিক বাবা আমাদের পড়ান না, পারলৌকিক বাবা পড়ান, যাঁর থেকে আমরা উত্তরাধিকার লাভ করি । বৈকুন্ঠকে পরলোক বলা যায়না অর্থাত্ দুনিয়ার ঊর্ধ্বে নয় । সেটা হলো অমরলোক আর এখানে মৃত্যুলোক যেখানে আমরা-আত্মাদের বাস । এটা পরলোক নয় । আমরা আত্মারা এই লোকে আসি । পরলোক আত্মাদের দুনিয়া । তোমরা ভারত শাসন করো, পরলোক নয় । তোমরা এইরকম বলতে পারোনা - পরলোকের রাজা । লোকে বলে, সাকার এবং নিরাকার দুনিয়া যন্ত্রনা বা দুর্দশা থেকে মুক্ত । এটা স্থূল লোক আর পরলোক আবার শান্তিপূর্ণ দুনিয়া হয়ে যায় । সেই

ভারত ছিলো স্বর্গ আবারও সেইরকম হবে । এটা মৃত্যুলোক, লোকে মানুষ থাকে । তারা বলে যে, তারা বৈকুন্ঠে যেতে চায় । দিলওয়াড়া মন্দিরে তারা দেখিয়েছে তপস্যায় নীচে বসে, এবং তাদের উপরে স্বর্গের ছবি বানিয়েছে । তারা মনে করে অমুক অমুক লোক স্বর্গে চলে গেছে । কিন্তু স্বর্গ তো এখানে, ওপরে নয় ! আজকের পতিত দুনিয়া ভবিষ্যতে পবিত্র দুনিয়া হয়ে যাবে । পবিত্র দুনিয়াই ছিলো এখন অতীত হয়ে গেছে, এইজন্য বলা হয়ে থাকে পরলোক । কারণ এটা দূরে চলে গেছে । ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন নরকে পর্যবসিত হয়েছে আর সেইজন্যই স্বর্গ অনেক দূরে চলে গেছে । ড্রামা অনুসারে তোমরা পাপের দুনিয়ায় যেতে শুরু করলে স্বর্গ দূরে চলে যায়, এইজন্য তারা এটাকে পরলোক বলে । এখন তোমরা বলো, আমরা এখানে এসে নতুন দুনিয়ায় আবার একবার রাজ্য শাসন করবো, যে রাজ্যভাগ্য আমরা লাভ করেছি । প্রত্যেকে নিজের জন্য পুরুষার্থ করে । যে করবে সে-ই পাবে । সবাই তো করবে না । যারা লেখাপড়া করে তারা বৈকুন্ঠের নবাব হবে অর্থাত্ মালিক হবে । তোমরা এই দুনিয়াকে স্বর্ণলোকে পরিণত করেছ । তারা বলে দ্বারকা সোনার শহর ছিলো, যা সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিলো, পরে তা' সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যায় । কেউ তো বসে নেই যে বার করে আনবে ! ভারত স্বর্গ ছিলো যেখানে দেবতাগণ রাজত্ব করতেন । বর্তমানে কিছুই নেই, তাই সবকিছু সোনার তৈরি করতে হবে । এমন নয়, যে সোনার মহলগুলো বার করলেই বেরিয়ে আসবে । তোমাদের সবকিছু তৈরি করতে হবে । তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত্ যে, তোমরা প্রিন্স -প্রিন্সেস হচ্ছ । এটা প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ । ওটা প্রিন্স -প্রিন্সেসদের পড়াশোনা করার কলেজ । তোমরা পড়াশোনা করছ রাজ্যাধিকার লাভ করতে । তিনি পাস্ট জন্মে দানপুণ্য করেছিলেন বলে, রাজার ঘরে জন্ম নিয়ে প্রিন্স হয়েছেন । সেই কলেজ নিশ্চয়ই অনেক ভালো হবে ! সেখানে কৌচও (বসার জায়গা) কত ভালো হবে ! টিচারদেরও ভালো কৌচ্ থাকবে । সত্যযুগ এবং ত্রেতায় যারা প্রিন্স -প্রিন্সেস হবে তাহলে তাঁদের কলেজ কত ভালো হবে ! ভাষা শেখার জন্য তাঁদের কলেজে তো যেতে হবে তাই না ! সত্যযুগী প্রিন্স-প্রিন্সেসের কলেজ দেখ আর দ্বাপরের বিকারী প্রিন্স-প্রিন্সেসের কলেজ দেখ, তারপর দেখ কত সাধারণ এই কলেজ যেখানে তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরি হচ্ছ । এমনকি পা রাখার জন্য তোমরা তিন বর্গফুট জমিও পাওনা । তোমরা জানো ওখানে প্রিন্স-প্রিন্সেসরা কিভাবে কলেজে যাবে । সেখানে তাঁদের হেঁটেও যেতে হবেনা । তারা মহলের বাইরে আসতেই এরোপ্লেন তাদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে । সেখানের কলেজ কত সুন্দর হবে ! কত সুন্দর বাগিচা মহল ইত্যাদি হবে ! সেখানে সবকিছু নতুন হবে, সবচেয়ে উঁচু, নাম্বার ওয়ান । এমনকি পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান হয়ে যায় । তোমাদের সেবা কে করবে ? এই পাঁচ তত্ত্বই তোমাদের জন্য ভালো থেকেও ভালো জিনিস উত্পাদন করবে । কোথাও যদি বিশেষ কোনও ভালো ফল হয় তাহলে সেটা রাজা রানীকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এখানে তোমাদের বাবা, শিববাবা সর্বোচ্চ, তাঁকে তোমরা কি খাওয়াবে ! কোনও জিনিসের প্রতি তাঁর কোনরকম আকাঙ্ক্ষা নেই - যেমন, এটা পরবো, এটা খাবো, এটা করবো ...বাচ্চারা তোমাদেরও এইরকম ইচ্ছা থাকা উচিত্ নয় । তোমরা যদি সব এখানে করো তাহলে সেখানে তোমাদের অনেক কম লাভ হবে । এখন সমস্ত দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে । তোমাদের দেহ সহ সবকিছু ত্যাগ করতে হবে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের হাতের মুঠোয় স্বর্গ ধরিয়ে দিতে এসেছি । তোমরা জানো, বাবা তোমাদেরই ! সুতরাং, অবশ্যই তোমাদের তাঁকে স্মরণ করতে হবে । এটা ঠিক একজন কুমারী যখন কারও সাথে জুড়ে যায় বা তার বিবাহ ঠিক হয়, সে বলেনা যে সে তার বরকে মনে করেনা কারণ সে লাইফের জুটি হয়ে যায় । এটাও ঠিক সেইরকম বাবা আর বাচ্চাদের জুটি । যতই হোক, মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর তোমাদের উত্তরাধিকার স্মরণ করো । এর মধ্যেই মুক্তি আর জীবন-মুক্তির উপায় আছে, তবুও

তোমরা ভুলে যাও কি করে ? এর জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন, তোমাদের মুখে বলার কিছু নেই, তোমাদের শুধু নিশ্চয় করতে হবে । তোমরা জানো যে তোমরা পবিত্র থেকে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নাও । এটা বোঝার বিষয়, বলার নয় । আমরা জানি আমরা বাবার হয়েছি । একমাত্র শিববাবা পতিতকে পবিত্র বানান । তিনি বলেন, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো । এর অর্থ মনমনাভব । কিন্তু তারা লিখেছে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ । পতিত-পাবন এক্ । সকলের মুক্তিদাতাও এক্ । তোমাদের একেরই স্মরণ করতে হবে । তিনি বলেন, আমাকে, তোমাদের বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে অন্য অনেককে স্মরণ করতে হয় । যদি আমাকে স্মরণ করো তবে তোমরা বিকর্মাজিত রাজা হয়ে যাও । বিকর্মাজিত্ রাজা আর বিক্রমী রাজার পার্থক্য তোমাদের বোঝানো হয়েছে । পূজ্য থেকে তোমরা পূজারী হয়ে যাও । তোমাদের নীচে নামতেই হবে । তোমরা বৈশ্য বংশ হও পরে শূদ্র বংশের । বৈশ্য বংশী হওয়া অর্থাত্ অধর্মের পথে চলা । সম্পূর্ণ হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি তোমাদের বুদ্ধিতে, এই বিষয়ে অনেক কাহিনীও আছে । সেখানে মোহের কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । বাচ্চারা সব খুব আনন্দে থাকে । অটোমেটিক্যালি সেখানে ভালো রীতিনীতি চলে । দাস-দাসী সবসময় তাঁদের চোখের সামনে থাকে । সুতরাং, নিজেদের ভাগ্য দেখ, কেমন কলেজে তোমরা বসে আছ যেখানে ভবিষ্যতের প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরি হচ্ছ । তোমরা পার্থক্য তো জানো, কলিযুগের আর সত্যযুগের প্রিন্স- প্রিন্সেসের মধ্যের; মহারাজা-মহারাণী আর রাজা-রাণীর মধ্যের ! অনেকের নামও হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ । তাহলে তারা সেই লক্ষ্মীনারায়ণ আর রাধাকৃষ্ণের পূজা কেন করে ! নাম তো একই তাই না ! হ্যাঁ, তাঁরা স্বর্গের মালিক ছিলেন । এখন তোমরা জানো, এই নলেজ শাস্ত্রে নেই । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ, যজ্ঞ, জপতপ, দানপুণ্য ইত্যাদিতে কোনও শক্তি নেই । ড্রামা অনুসারে দুনিয়াকে পুরানো হতেই হয় । মানুষ মাত্রেই তমঃপ্রধান হতেই হবে । তমঃপ্রধান সবকিছুতে - ক্রোধ, লোভ সবেতেই তমঃপ্রধান । "আমার জমিতে এই ব্যক্তি কেন দখল নেবে ? তাকে গুলি করে মারো !" তারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক মারামারি করে । পরস্পরকে মেরে ফেলতে তারা একটুও সময় নেয়না । সন্তান ভাবে, বাবা মারা গেলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমার হবে ! এইরকম তমঃপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হতে হবে এবং তারপরে সতোপ্রধান দুনিয়া আসবে । আচ্ছা -

মিষ্টিমিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে । সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে পাস উইথ অনার হয়ে সসম্মানে তোমাদের যেতে হবে । এইজন্য কর্মভোগে ভয় পেয়োনা, খুশির সাথে সবকিছু চুকিয়ে নিতে হবে ।

২) সদা এই নেশায় থাকতে হবে, আমরা ভবিষ্যতের প্রিন্স-প্রিন্সেস হচ্ছি । এটাই প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ ।

বরদানঃ- পুরুষার্থের যথার্থ বিধি দ্বারা সদা এগিয়ে চলতে থাকা সর্বসিদ্ধি স্বরূপ ভব

পুরুষার্থের যথার্থ বিধি হ'লো, 'আমার' শব্দকে পরিবর্তন করে শুধু "আমার বাবা" – এই স্মৃতিতে থাকতে হবে এবং সবকিছু ভুলে গেলেও এই কথা কখনও ভুলোনা "আমার বাবা ।" তাহলেই "আমার" – এই অহংবোধের স্মরণ তোমাদের করতে হবেনা, আপনা থেকেই তাঁর স্মরণ মনে আসবে । যদি হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে বলো "আমার বাবা" তাহলে যোগ শক্তিশালী হয়ে যায় । সুতরাং, এই সহজ বিধি দ্বারা সদা এগিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধিস্বরূপ হও।

স্লোগানঃ– মায়াজিৎ হতে হলে স্নেহের সাথে সাথে জ্ঞানের ফাউন্ডেশনও মজবুত করো ।